দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

27

জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির কাছে সুপারিশমালা

শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম, বিজ্ঞান আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটাতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির কাছে সুপারিশমালা পেশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম, বিজ্ঞান ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সুসমন্বয় ঘটাতে হবে। সময় ও সমাজের চাহিদা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানস ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার স্তর, ক্রম ও কারিকুলাম নির্ধারিত হতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানস ও ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন বিষয় কোন শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। কোন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি সম্পর্কে এক তরফা স্তুতি বা ঘৃণা শিক্ষার্থী ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বিধায় এ জাতীয় বিষয় কোন স্তরের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মকে উপেক্ষা করা বা পাশ কাটানো যাবে না। সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের শিক্ষা নীতি পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। তিনি সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান, প্রফেসর আবু সালেহ, ডঃ আমিনুর রহমান মজুমদার, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, আবদুল কাদের মোল্লা, এ কিউ এম সিফাতুল্লাহ, ফেরদৌস আরা খানম, আবদুস শহীদ নাসিম প্রমুখ শিক্ষাবিদ।

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যা কিছুই লেখা থাক না কেন তা বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় অবশ্যই বাদ দিতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যেহেতু 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' সেহেতু শিক্ষা নীতিকেও অবশ্যই ইসলামের নীতি-আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রফেসর বারী সুপারিশমালায় বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে যাবতীয় বৈষম্য, শিক্ষার নামে বেসাতি এবং

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন —ইনকিলাব

সুপারিশমালা

শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক দলাদলির মূলোৎপাটন করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে গতিশীল এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এমন অন্তর্গত ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম ও পরিসরের সমন্বয় বা পুনর্বিন্যাস অনায়াসেই সম্ভব হয়। শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা হতে হবে মূলত গবেষণামূলক ও সিলেকটিভ। শিক্ষার জন্য জাতীয় ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। উচ্চ স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব আর্থিক অংশগ্রহণের হার অধিকতর করা নিশ্চিত করতে হবে। প্রফেসর আবদুল বারী বলেন, শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষাঙ্গনের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করতে হবে। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এমন কোন বিতর্কিত বিষয় শিক্ষা নীতিতে থাকতে পারবে না।